নিরাপদ
কর্মপরিবেশ, টেকসই
উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৫ম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, আগস্ট/২০২১ খ্রিঃ।

সভাপতি : মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)।
সভার তারিখ : ১১-০৯-২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : রাত ০৮.০০ ঘটিকা
স্থান : অনলাইন প্লাটফরম (Google meet)
উপস্থিতি : **পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নলিখিতসিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	গত সভার কার্য বিবরণী দৃঢ়ীকরণ	০৩-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	০৩-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কারো কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২।	আলোচ্য বিষয় অনর্ভূক্তি	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, সভার কার্যপত্রের আলোচ্য সূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাব পাওয়া যায় নি। পরবর্তি সভার পূর্বে এ বিষয়ক কোন প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	১। পরবর্তি সভার কার্যপত্রের আলোচ্য সূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে সে বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩।	মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার বিষয়ে	১। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) (প্রধান সমন্বয়কারী) ২। ডাঃ মোঃ

চলমান পাতা-০২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		উপমহাপরিদর্শক (খুলনা) বলেন যে, খুলনা জেলায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের সাথে আলোচনা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের সুবিধাজনক কোন তারিখে কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক তারিখ নির্ধারণ করে পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপমহাপরিদর্শক (চট্টগ্রাম) জানান যে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আগামী ২৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সম্ভাব্য দিন হিসাবে ধার্য্য করা যেতে পারে। উক্ত তারিখে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। উপমহাপরিদর্শক (সিরাজগঞ্জ) বলেন যে, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন বিষয়ক সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে হবে। ময়মনসিংহ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার কর্মসূচিগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বিষয়টি তদারক করবেন। তিনি আরও বলেন বলেন, বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের পরিকল্পনা মোতাবেক নির্দিষ্ট তারিখে স্ব স্ব জেলা কার্যালয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন। করোনা টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশনে সহায়তার জন্য জেলা কার্যালয়গুলোতে চালুকৃত হেল্পডেস্ক-এর চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মহাপরিদর্শক সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	২।উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় খুলনা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে তারিখ নির্ধারণ করবেন। ৩। আগামী ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে উপমহাপরিদর্শক (চট্টগ্রাম) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। ময়মনসিংহ এবং সিরাজগঞ্জ জেলা, নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের কর্মসূচী সম্পন্ন করবেন। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক উল্লিখিত কার্যালয় দুইটির কার্যক্রম সমন্বয় করবেন। ৫। শ্রমিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও টিকা অনলাইনে রেজিস্টেশনের ক্ষেত্রে হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন অবশ্যই প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৬। মুজিব জন্মশত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে গৃহীত বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। অগ্রগতি আবশ্যিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৭। ফ্রি মেডিক্যাল টিমের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা গ্রহীতার সংখ্যা অবহিত করতে হবে।	মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৫। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকবৃন্দ
৪।	গ্রীন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড প্রদান	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০ সালের গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক যাচাই বাছাই করে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১। গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড, ২০২০ প্রদানের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)
৫।	LIMA	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, LIMA কার্যক্রম	১। LIMA সংক্রান্ত কারিগরি	১। মোঃ সামছুল

চলমান পাতা- ০৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	সংক্রান্ত কার্যক্রম	একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সময়ের সাথে প্রয়োজন অনুসারে আরও ব্যবহার উপযোগী/upgrade করা আবশ্যক এবং সেলক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। যেসকল বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেলের সক্ষমতা রয়েছে, সে সকল বিষয়ে আইসিটি সেল নিয়মিত সহযোগীতা প্রদান করে যাচ্ছে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, LIMA বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জার্মান সংস্থা জিআইজেড-এর সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করা হয়েছে। জিআইজেড-এর সহযোগীতায় কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হবে, যার মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটি আপগ্রেড করা হবে, OSH মডিউলসহ অন্যান্য মডিউল সংযুক্ত করা হবে এবং বিদ্যমান কারিগরি সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, LIMA-এর যেসকল জটিলতা রয়েছে তা সমাধানপূর্বক ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে অধিদপ্তর শতভাগ লাইসেন্স LIMA এর মাধ্যমে প্রদান করবে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, জিআইজেড-এর সহায়তায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে LIMA অ্যাপ্লিকেশনটির আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম শেষ হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক শতভাগ লাইসেন্স LIMA-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। LIMA অ্যাপ্লিকেশন আপগ্রেডেশনের পর চূড়ান্তকরণের পূর্বে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। ওয়ার্কশপ আয়োজনের ক্ষেত্রে জিআইজেড-এর অর্থায়নে অথবা অধিদপ্তরের নিজস্ব বাজেট হতে আয়োজন করা যেতে পারে।	জটিলতা নিরসনে জেআইজেড-এর সহযোগীতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। ডিসেম্বর/২০২১-এর মধ্যে LIMA এর মাধ্যমে শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান করতে হবে। ৩। পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ LIMA এর মাধ্যমে করতে হবে। ৪। LIMA-র মাধ্যমে পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৫। সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তথ্য LIMA-য় অন্তর্ভূক্ত-করণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ৬। LIMA অ্যাপ্লিকেশন আপগ্রেডেশনের পর চূড়ান্তকরণের পূর্বে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। ৭। RTM-এর অগ্রগতি মনিটর করতে হবে।	আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। LIMA সাপোর্ট টিম
৬।	হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি	সভায় উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন নাম্বারটি অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি হেলপলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্য (২০২০-২১ অর্থবছরের) সভায় উপস্থাপন করেন (সংযুক্তি-০১)। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন ও অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের হালনাগাদকৃত অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্তিসহ প্রত্যেক মাসের শেষে রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করবেন।	১। শ্রমিকদের নিকট প্রচারণার মাধ্যমে হেল্পলাইনের ব্র্যান্ডিং অব্যাহত থাকবে। ২। আইন অনুযায়ী সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করে প্রতি মাসের শেষে রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩।সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৫। আইসিটি সেল
৭।	শিশুশ্রম	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জানান, ২০২০-২০২১	১। প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর	১। ডাঃ মোঃ

চলমান পাতা-০৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	নিরসন	অর্থবছরে সারা দেশে মোট ৫০৮৮ জন এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (জুলাই/২০২১ হতে আগস্ট/২০২১) পর্যন্ত ২৫২ জন শিশুকে শ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে **(জেলাভিত্তিক প্রতিবেদনঃ সংযুক্তি-০৪)** শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জেলা কার্যালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভায় উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা) বলেন, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য এক বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুভাড্য ও আগানগর থানার স্থানীয় কারখানাগুলোর শিশুশ্রম নিরসনের জন্য ঢাকা জেলার ২২ টি টিমকে বিশেষ পরিদর্শসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে ১৮ জুন ২০২১ এবং ১৯ জুন ২০২১ তারিখে ০২ (দুই) টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং কার্যালয়ের পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), জনাব মোঃ মেহেদী হাসান জানান, শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকসহ ০৮/০৯/২০২১ তারিখে তেজগাও এলাকার ০৫ (পাঁচ) টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ০৯/০৯/২০২১ তারিখে ওয়ারী এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে। শিশশ্রম নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্পের DPP প্রণয়নের অগ্রগতি জানতে চাইলে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) জনাব আব্দুল মুমিন জানান যে, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে তা একটি মেগা প্রকল্প হওয়ায় এর ফিজিবিলিটি স্টাডি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কনসাল্টেন্ট নিয়োগের অনুমতির জন্য একটি পত্র ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া DPP প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য প্রণয়নকৃত এক বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক একটি সভা, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর তত্ত্বাবধানে, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (কেরানীগঞ্জ) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ পূর্বক আয়োজন করতে হবে। উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কেরানীগঞ্জ উপজেলার শিশুশ্রম শতভাগ নিরসন করার বিষয়টি কষ্টসাধ্য হলেও উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)-কে নিরলসভাবে কাজ করে	শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সভা আয়োজনপূর্বক প্রতি দুই মাসে কতজন শিশু শ্রম নিরসন হয়েছে তা প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প সেল কর্তৃক শিশুশ্রম পুনর্বাসন বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত দ্রুত খসড়া DPP প্রণয়ন করতে হবে। ৩। শিশুশ্রম সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবটি পরিকল্পনা বিভাগের তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৪। কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য প্রণয়নকৃত এক বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক একটি সভা, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর তত্ত্বাবধানে, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (কেরানীগঞ্জ) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক আয়োজন করতে হবে। ৫। কেরানীগঞ্জের শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে তৈরি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের স্টাফ মিটিং এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৫। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা, ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তি	মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)

চলমান পাতা-০৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিদর্শক নিজে কেরানীগঞ্জ উপজেলার শিশশ্রম পরিস্থিতি ও শিশুশ্রম নিরসনে ঢাকা কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বলে সভাকে জানান। মহাপরিদর্শক আরও বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার কার্যক্রমটি ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত সকল সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে অত্র দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৬। শিশুশ্রম সংক্রান্ত সকল সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে অত্র দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	
৮।	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ এপিএ চুক্তি মোতাবেক, দপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সন্তোষজনক (অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত)। লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে প্রধান কার্যালয়ের এপিএ টিম কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের সকল সূচকে অবশ্যই সকল জেলা কার্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং পরবর্তী সকল সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	১। ২০২১-২২অর্থবছরের APA চুক্তি অনুযায়ী সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। APA সংক্রান্ত মাসিক রির্পোট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ৩। **২০২১-২২ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা আগামী ৩১ মে, ২০২২ এর মধ্যে ১০০% অর্জন করতে হবে।** ৪। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে তা প্রধান কার্যালয়কে জানাতে হবে।	১) ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। APA ফোকাল কর্মকর্তা
৯।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান, APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (৬০ ঘন্টা) অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরেও এপিএ চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সকল উপমহাপরিদর্শকগণ সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে রিসোর্স পার্সনকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে চাকরির বিধানাবলী ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" এবং "বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫"-এর বিভিন্ন অধ্যায় প্রশিক্ষণের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	১। APA সহ শুদ্ধাচার এবং ইনোভেশন কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পাদন করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে। ২। অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" এবং "বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫"-এর বিভিন্ন অধ্যায় প্রশিক্ষণের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। প্রশিক্ষণ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫। **SDG বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**
১০।	বাজেট বরাদ্দ	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অনুকূলে বাজেট যথাযথভাবে PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮ অনুসরণপূর্বক খরচ করার বিষয়ে মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট সরকারি অনুশাসন মোতাবেক খরচ করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ০৬

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			২। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম এ বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মনিটরিং টিম উপস্থাপন করবেন।	(প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১১।	RMG কারখানার সংস্কার	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) সভাকে জানান যে, RCC-আওতায় ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর/২০২১-এর মধ্যে শেষ হবে। সেক্ষেত্রে অত্র দপ্তর কর্তৃক গঠিত ০৯ সদস্যের কমিটির মাধ্যমে RCC-এর বিভিন্ন নথিপত্র বুঝে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় চলমান সকল সংস্কার কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, যেহেতু ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পটির মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ নেই এবং অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে; সেহেতু আইএলও-এর মাধ্যমে ব্যুরো বেরিটাস-এর প্রকৌশলীদের সহায়তার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএলও বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়াও আরএমজি এবং নন-আরএমজি কারখানা সংস্কারের জন্য আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, যদিও বিষয়টি সময় সাপেক্ষ।	১। টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করে সরেজমিন পরিদর্শনসহ তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে। ২। সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানায় সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করবেন। ৩। শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ৪। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম বিধিমতে ১০০% বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানার লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে। ৫। ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হওরার কারণে RCC-এর কার্যক্রমে সহায়তার জন্য আইএলও-কে অনুরোধ করে একটি পত্র প্রেরণ করবেন। ৬। ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বুঝে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ০৩ (তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করতে হবে। সেইফটি শাখা দ্রুত কমিটির প্রস্তাব নথিতে উত্থাপন করবেন।	১। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২।মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ

চলমান পাতা-০৭

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১২।	রেড কারখানা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রেড কারখানা/বিল্ডিং ছাড়াও এম্বার ক্যাটাগরির কিছু ভবনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু রয়েছে মর্মে বিভিন্ন কার্যালয় হতে জানা গেছে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ বৃদ্ধি করতে হবে। ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক এবং RCC-র প্রকৌশলীগণ যৌথভাবে মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। এবিষয়ে প্রতি মাসে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ২। ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৩। ঝুকিপূর্ণ কারখানাসমূহে বিপদজনক/ঝুকিপূর্ণ সাইন বা অন্যান্য প্রচলিত সাইন প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ সিটি কর্পোরেশন/প্রযোজ্য সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করবেন।	১। আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক RCC. ২। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৩	ইনোভেশন কার্যক্রম	ইনোভেশন টিমের সদস্য জনাব সাব্বির আনোয়ার জানান যে, প্রধান কার্যালয় এবং সকল জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়া হতে নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) টি আইডিয়া যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত করা হয়েছেঃ ক) ই-লার্নিং টুল (উদ্ভাবনী উদ্যোগ) খ) অনলাইন লাইসেন্সিং ফুল অটোমেশন (সেবা সহজীকরণ) গ) OSH মডিউল আপগ্রেডেশন (ডিজিটাল সেবা) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১। পরবর্তি সভায় বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২।প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম
১৪	ই-ফাইলিং	অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৫	নিজস্ব অফিস	উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী), কলকারখানা ও	১। সকল নতুন ভবন	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল

চলমান পাতা- ০৮

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	ভবন নির্মাণ	প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে নিজস্ব প্রধান কার্যালয় আগাঁরগাও স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের জন্য আগারগায়ে ১০ (দশ) কাঠা জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যায়।	অধিদপ্তরের নিজ নামে অধিগ্রহণ করতে হবে। ২। আগারগাঁও, ঢাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৬	অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন	আইএলও কনভেনশন-৮১ মোতাবেক, সভায় উপস্থিত সকল সদস্য অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** করা যায় মর্মে একমত পোষণ করেন।	০১। অধিদপ্তরের পরিবর্তিত নাম হিসাবে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** নামটি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১৭	SDG	SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, SDG বাস্তবায়ন বিষয়ক জেলা কার্যালয় ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনের লক্ষ্যে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে জেলা কার্যালয়গুলোতে কার্যক্রম শুরু করা হবে।	০১। SDG বাস্তবায়ন বিষয়ক জেলা কার্যালয় ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ সভার অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১) ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩) উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪) SDG বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা
১৮	দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন যে, কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক নিহত হলে আইন ও বিধি মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিকের দোষ-ত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে বলা হয়। নিহত ও আহত সকল তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মতামত উল্লেখ করবেন। সকল দুর্ঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে দ্রুত সম্ভব অবহিত করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে অনুরোধ করা হয়।	১।কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক নিহত হলে আইন ও বিধিমতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২।তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিক ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যদি দোষ-ত্রুটি/অবহেলা থাকে তা উল্লেখ করতে হবে। ৩। শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে। ৪। দূর্ঘটনা প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কার্যালয়কে অবগত করতে হবে। ৫। পেশাগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতনতা	১। ফরিদ আহম্মেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৯

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৬। আইন ও বিধি মোতাবেক দূর্ঘটনায় নিহত/আহত শ্রমিক বা শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৭। দূর্ঘটনা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতন করতে হবে এবং পাশাপাশি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১৯	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে খরচ করতে অনুরোধ করেন। উপমহাপরিদর্শকগণ স্ব-স্ব কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত মোটরসাইকেল/স্কুটি সচল রাখবেন এবং যানবাহনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও কোন মটর সাইকেল/স্কুটি অব্যহৃত রাখা যাবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	১। সরকারি অর্থ, পিপিএ এবং পিপিআর ও আর্থিক নিয়মাচার অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২০	শ্রম অসন্তোষ	সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে সাথে সাথে মালিক/শ্রমিকসহ পুরো টিম বসে তা নিরসন করতে হবে।	১। সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবেন এবং প্রতিমাসে রির্পোট প্রদান করবেন। ২। শ্রম অসন্তোষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি মহাপরিদর্শক/প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২১	পরিদর্শন সংক্রান্ত	মহাপরিদর্শক, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। কোন কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রাখা যাবে; এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ১০

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
				(সকল জেলা)
২২	অভিযোগ নিষ্পত্তি	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান যে, অত্র অধিদপ্তরের ২০২১-২২(জুলাই, আগস্ট) অর্থবছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৯২% (সংযুক্তি-০৩) । প্রতি মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন ২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	১। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। ৩। পরবর্তি সভায় জেলাভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৩	শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ আগামী মাসে ১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং সকল জেলার উপমহাপরিদর্শগণের অংশগ্রহণে একটি ফিডব্যাক সভা আয়োজন করা হবে। মহাপরিদর্শক বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত সকল সূচকে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	১। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২৩ জেলার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। ২। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত সকল সূচকে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৪	কোভিড-১৯	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন ও পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য প্রটোকলসহ সকল স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৫	১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক নিম্নোক্ত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেনঃ ক) উপ মহাপরিদর্শকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। যখন যে ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে সে ডকুমেন্ট প্রদানে উপমহাপরিদর্শকগণ সহযোগিতা করছেন। পাবনা'র উপ মহাপরিদর্শকের নিকট হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার পাওয়া গেছে। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী যে অফিশিয়াল মৌজা বাজারমূল্য ২০১৭ ও ২০১৮ তে প্রযোজ্য ছিলো তা ২০২১ ও ২০২২ সালেও অব্যহত থাকবে। সুতরাং ডিপিপি'তে ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই; যা ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমকে সহজতর করবে। খ)জমি অধিগ্রহণ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং অনেক স্টেকহোল্ডারদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে সকল অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া নয়, বরং জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হবে এটা বলা যৌক্তিক হবে। ইতোমধ্যে ৪টি জেলার অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করার প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মাসে অর্থ্যাৎ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে বাকি ৩ জেলার ভূমি অধিগ্রহণের	১। ডিসেম্বর/২০২১-এর মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমিগুলোর অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। ২।পরবর্তি সভায় প্রকল্প পরিচালক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প

চলমান পাতা- ১১

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়। গ) প্রকল্পে যথাযথ পরিমানে বরাদ্দ পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের রুপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত রুপরেখা অনুযায়ি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে ৬টি জেলার কার্যালয় উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে যশোর ও পাবনা জেলার জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশের প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের/ বরাদ্দ গ্রহণের প্রস্তাবনা তৈরি হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ জেলায় অধিগ্রহণ/ হুকুম দখলের জন্য পূর্বনির্ধারিত/ প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর তৃতীয় ধাপে শ্রম অধিদপ্তরের জমি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ঘ) প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থবির অবস্থায় ছিলো। করোণা পরিস্থিতি ও ডিপিপি'র নানাবিধ দূর্বলতার মঝেও বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম কাঙ্খিত গতি অর্জন করেছে। সকলের সহযোগিতা ও কাঙ্খিত বরাদ্দ অব্যহত সহ করোণা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আশা করা যায় যথাযথ সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।		
২৬	"NOSH TRI" স্থাপন প্রকল্প	"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOSHTRI)" স্থাপন প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটির দ্রুত অগ্রগতির জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, প্রকল্পটির RDPP-এর খসড়া দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।	১। "NOSHTRI" স্থাপন প্রকল্পের খসড়া RDPP দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে। ২।পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, "NOSHTRI" স্থাপন প্রকল্প
২৭	"নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরূপন" প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক ব্যয়ের দিক বিবেচনায় অগ্রগতি ৯৯.৭%। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব আব্দুল মুমিন জানান যে, ৪২১ টি কারখানার মধ্যে ৩২১ টি কারখানার এসেসমেন্ট সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মালিক ও উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। এসেসমেন্ট অনুযায়ী মালিক পক্ষ যেনো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে বিষয়টি তদারক করা প্রয়োজন; অন্যথায় এসেসমেন্টের সুফল পাওয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট জেলায় উপমহাপরিদর্শকগণকে বিষয়টি তদারক করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। মহাপরিদর্শক বলেন যে, কোন জেলায় কয়টি কারখানা এসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং এর মধ্যে	১। প্রকল্পে নির্ধারিত ০৯ (নয়) টি সেমিনার ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের আওতায় এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলো নিয়মিত তদারক করতে হবে এবং জেলাভিত্তিক তথ্য পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, **প্রকল্প পরিচালক ও** যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

চলমান পাতা- ১২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		কয়টি কারখানা সুপারভিশন করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এছারাও, উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সেমিনারগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।		
২৮	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১	তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা জনাব ফোরকান আহসান বলেন, **২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন-এর চূড়ান্ত প্রুফ রিডিং ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সেপ্টেম্বর/২০২১ এর মধ্যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব মর্মে তিনি সভাকে জানান।**	**সেপ্টেম্বর/২০২১ এর মধ্যে "২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।**	১। মোঃ ফোরকান আহসান **তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা**
২৯	আউটসোর্সিং লাইসেন্স নবায়ন প্রতিবেদন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, প্রধানের কার্যালয় হতে আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয় হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং প্রতিবেদনে কোন মন্তব্য থাকে না। এর ফলে সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে এবং বিলম্ব হয়। আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে এসংক্রান্ত প্রতিবেদন দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সকল উপমহপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান।	০১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩০	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকৃত অর্থ	উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী) বলেন যে, শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশনে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ডাইফ-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হলেও আবেদনগুলো প্রেক্ষিতে অনুমোদনকৃত অর্থ সহায়তার চেকগুলো শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায় অত্র অধিদপ্তর অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে কখনোই অবগত হয় না বিধায় সেবা প্রত্যাশীদের এবিষয়ক তথ্য প্রদান করাও সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ডাইফের মাধ্যমে যে আবেদনগুলো প্রেরণ করা হয়, সেইসব আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত অর্থ সহায়তার চেকগুলো ডাইফের জেলা অফিসের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) বলেন যে, গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন হতে প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা শ্রমিক ফাউন্ডেশনে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু উক্ত ৮৪ লক্ষ টাকার চেকটি অধ্যাবধি নগদায়ন করা হয়নি মর্মে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কর্তৃপক্ষ হতে পত্র পাওয়া গেছে।	০১। নিয়মিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। ০২। ডাইফ-এর মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণ ফাইন্ডেশনে আর্থিক অনুদানের জন্য প্রেরিত আবেদনসমূহের চেক যেনো অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রদান করা হয় সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ০৩। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কর্তৃপক্ষ হতে শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশনে প্রদানকৃত চেক নগদায়ন না হওয়ার বিষয়ে প্রেরিত পত্রটি উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। পত্র প্রাপ্তির পর সাধারণ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩১	প্রতিটি কারখানার	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, জেলা কার্যালয়গুলোতে প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের	০১। সকল জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ১৬

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	পৃথক নথি সংরক্ষণ	জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করার জন্য বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি কার্যালয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করেন মর্মে অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।	জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন।	
৩২	প্রতিটি কারখানার পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম আরও কার্যকর করার নিমিত্ত প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন রেজিস্টার জেলা কার্যালয়গুলোতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।	০১। সকল জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩৩	ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন	ইপিজেড এবং এসইপিজেড-এর কারখানাসমূহ বিধি মোতাবেক পরিদর্শন করার জন্য মহাপরিদর্শক মহোদয় সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১।ইপিজেড এবং এসইপিজেড-এর কারখানাসমূহ বিধি মোতাবেক পরিদর্শন করতে হবে এবং জেলা ভিত্তিক পরিদর্শনের তথ্য পরবর্তি সভার পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩৪	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, টাস্কফোর্সের নথিগুলো সরাসরি RCC-এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো। কিন্তু গত জুন মাসের পরে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অত্র দপ্তরের ০৯ (নয়) জন প্রকৌশলী বুঝে নিয়েছেন। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম আরও বেগবান করা প্রয়োজন আছে মর্মে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে, টাস্কফোর্স কমিটিগুলোর সভাপতি মহাপরিদর্শক মহোদয় হলেও উল্লিখিত কমিটির কোন সফস্য সচিব না থাকায় কমিটির সভা আহবানে বিলম্ব হয়। মহাপরিদর্শক বলেন যে, টাস্কফোর্স-এর ০৩ (তিন) টি কমিটির একজন করে সদস্য সচিব মনোনীত করা প্রয়োজন এবং কমিটি পুণঃগঠনের একটি প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের সেইফটি শাখা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	০১। টাস্কফোর্স কমিটিগুলোর সদস্য সচিব মনোনীত করে কমিটি পুণঃগঠনের প্রস্তাব সেইফটি শাখার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ০২। বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে (ফায়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল, স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্সের-এর অধীনে জেলাভিত্তিক কারখানার সংখ্যা এবং তন্মধ্যে কতটি কারখানার কার্যক্রম অনিষ্পন্ন রয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে উপস্থাপন করতে হবে। ০৩। টাস্কফোর্সের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অত্র দপ্তরের ০৯ (নয়) জন প্রকৌশলী পরবর্তি সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং টয়াস্কফোর্সের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। ফরিদ আহম্মেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিশক (সেফটি) ০৩। টাস্কফোর্সে নিয়োজিত প্রকৌশলী (সকল)
৩৫	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	জেলা কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে গঠিত মনিটরিং টিম-এর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মহাপরিপরিদর্শক বলেন যে, গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি টিম জেলাভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। মনিটরিং টিমগুলো এ কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করবেন।	০১। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মনিটরিং-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ০২। মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ

চলমান পাতা- ১৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৩৬	পরিদর্শকগণের পোশাক সংক্রান্ত	উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) বলেন যে, ইতোপূর্বে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত পোশাক ছিল যা অনুমোদিত না হওয়ায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিদপ্তরের নির্ধারিত পোশাক অনুমোদিত হলে পরিদর্শন কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	১। অধিদপ্তরের ইউনিফরম/ পোশাক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি দ্রুত সময়ের মধ্যে মহাপরিদর্শক মহোদয়কে অবগত করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
	বিবিধ	শিল্প কলকারখানাসমূহের অবকাঠামোগত এবং অগ্নি-দূর্ঘটনা ও অন্যান্য-দূর্ঘটনা নিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুশাসনের প্রেক্ষিতে গঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। মহাপরিদর্শক বলেন যে, উল্লিখিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অধিকাংশ কার্যক্রম ডাইফের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সভায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের সভপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি; কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিবীক্ষন করবেন, পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবেন।	১। কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ২। উল্লিখিত কমিটি; কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিবীক্ষন করবেন, পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবেন। ৩। RCC, CAP প্রকল্প, ILO এবং EU Road Map বাস্তবায়নে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়কে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	১।অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয় ২। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

২। কোভিড মহামারিকালীন, সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭.০৭.২০২১

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
chiefdife@gmail.com

চলমান পাতা- ১৫

স্মারক নং: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০২.২১-২৪৫(৪৬)

তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩-৬। প্রকল্প পরিচালক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠআন পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭-১০। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১১-১৪। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১৫-৩৭। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৩৮। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৩৯। সহকারি মহাপরিদর্শক (সকল), প্রশাসন ও উন্নয়ন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪০। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪১। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪২। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৩। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৪৪। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪৫। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)/শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), (ফায়ার/ইলেক্ট্রিক্যাল/স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্স কমিটি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪৬। অফিস কপি।

১৬/৯/২০২১

(মোঃ ইউসুফ আলী)
উপমহাপরিদর্শক
(প্রশাসন ও উন্নয়ন)